Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 74-75
April-June, July-September 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-08-03
Published: 2023-09-09

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.255

Enjoyment of Cash-Waqif the Profit and Encashment of Principal Amount : A Comparative Fiqh Analysis

Ahmad Ali*

ABSTRACT

'Cash waqf' is a popular variant of waqf that is growing in recent times. Although there exists differences of opinion among the ancient Islamic jurists in this context, modern Shari'ah experts approve it as one of the most effective and comprehensive measures to secure public welfare. It is a new addition to the banking sector. Social Islami Bank Ltd., in the Islamic banking system of Bangladesh, had introduced 'Cash Waqf Account'. Later, other Islamic banks also launched this product. Currently, new ideas are being developed to further develop this product. For example, would it be Shari'ah-compliant to enjoy the whole/part of the profit of the cash waqf for the maintenance of the waqif during his lifetime under the condition that the waqf will be effective after the waqf's death? If the waqf itself suffers from unforeseen circumstances after making the waqf, will it be Shari'ah-compliant to provide cash waqf principal amount in whole or in part to meet the need? In this article an attempt has been made to find answers to these questions. Analytical and comparative method has been applied in writing the essay. After going through this article it will become evident that waqf will be effective after death - waqf can be made under this condition. In such a case the waqif can enjoy the whole/part of the profit of the cash waqf for his livelihood during his lifetime. And if the waqif himself suffers from any unforeseen circumstances after making the waqf, then he can encash the whole or part of the principal amount of the waqf to meet the needs.

Keywords: Waqf; Cash Waqf; Bequest of Waqf; Waqf connected with death; Revocation of Waqf.

* Dr. Ahmad Ali is a Professor Department of Islamic studies University of Chittagong. Email: drahmadiscu@gmail.com

ক্যাশ ওয়াক্ফকারীর লভ্যাংশ ভোগ ও মূল টাকা উত্তোলন একটি ফিকহী বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

'ক্যাশ (নগদ) ওয়াক্ফ' সাম্প্রতিক কালে ক্রমবর্ধমান ওয়াকফের একটি জনপ্রিয় প্রকরণ। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও আধুনিককালে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ জনকল্যাণ সাধনের অন্যতম কার্যকর ও বিস্তৃত ব্যবস্থা হিসেবে এর অনুমোদন দেন। এটি ব্যাংকিং সেক্টরে একটি নতুন সংযোজন। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. সর্বপ্রথম 'ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব' চালু করে। পরবর্তীতে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও এ প্রোডাক্ট চালু করেছে। বর্তমানে এ প্রোডাক্টকে আরো বিকশিত করার উদ্দেশ্যে নিত্য-নতুন চিন্তা-ভাবনা চলছে। যেমন– ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে– এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশ সম্পূর্ণ কিংবা একটি অংশ ভোগ করা শরীয়াহসম্মত হবে কি না? ওয়াক্ফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকা (principal amount)-এর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়নের সুযোগ প্রদান করা শরীয়াহসম্মত হবে কি না? অত্র প্রবন্ধে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এ প্রবন্ধটি পাঠান্তে জানা যাবে, মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে- এ শর্তে ওয়াক্ফ করা যাবে। এরূপ অবস্থায় ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশ সম্পূর্ণ অথবা একটি অংশ ভোগ করতে পারবে। আর ওয়াক্ফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি কোনো অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়ন করতে পারবে।

মূলশব্দ: ওয়াক্ফ; ক্যাশ ওয়াকফ; ওয়াক্ফের অসিয়্যাত; মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত ওয়াক্ফ; ওয়াক্ফ প্রত্যাহার।

ভূমিকা

'ওয়াক্ফ' ইসলামী অর্থনীতির সৌন্দর্য্যের অন্যতম নিদর্শন। এর ধর্মীয় গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি এর আর্থ-সামাজিক গুরুত্বও কম নয়। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কল্যাণ সাধনের পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের নানা কল্যাণেও এর প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। যুগে যুগে বহু মুসলিম, বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ ধনাঢ্য মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের অর্থসম্পদ ও ভূমি ওয়াক্ফ করেন। তবে এ দেশের মুসলিমগণ ঐতিহাসিকভাবে ভূ-সম্পদ ওয়াক্ফের সাথেই বেশি পরিচিত; ক্যাশ ওয়াকফের প্রচলন বলতে গেলে এ দেশে নতুন। ইসলামী ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সম্প্রতি ক্যাশ ওয়াক্ফ এর চর্চা জোরদার হয়েছে। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক 'ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব' চালু করেছে।

ভূ-সম্পদের ওয়াক্ফ ইসলামের একটি বহুল প্রচলিত ব্যবস্থা হবার কারণে তা নিয়ে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন নেই এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট নানা বিধানও কমবেশি সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু ক্যাশ ওয়াক্ফ যেহেতু সাম্প্রতিক কালে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সেক্টরে নতুন সংযোজন এবং এর প্রচার-প্রসারও এখনো সীমিত, তাই যেমন এর শরয়ী হুকুম নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে, তেমনি এর নানা সম্ভাবনা নিয়েও নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ সাধারণত ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে চিরস্থায়ী দান হিসেবে ক্যাশ অর্থ জমা করেন। জমাকারী এ অর্থ স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে নিজের মালিকানা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের একান্ত উদ্দেশ্যে জনকল্যাণে সমর্পণ করেন, যা সাধারণত কখনোই উত্তোলনযোগ্য নয়। এটি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় জমা হিসেবে থেকে যায়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ওই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ওয়াকিফের পছন্দ বা নির্দেশনা মোতাবেক শরীয়াসম্মত খাতে ব্যয়-বণ্টন করে।

ক্যাশ ওয়াকফের পরিধি ক্রমশ বিকাশ লাভের পাশাপাশি যেমন নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে, তেমনি নতুন কিছু প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে। যেমন– ক্যাশ ওয়াক্ফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়নের সুযোগ প্রদান করা শরীয়াহসম্মত হবে কি না? ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে– এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশ সম্পূর্ণ বা একটি অংশ ভোগ করা শরীয়াহসম্মত হবে কি না? প্রভৃতি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরসহ প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় (যেমন- বিভিন্ন মাযহাবে ওয়াকফের সংজ্ঞা, ক্যাশ ওয়াকফের পরিচয়, অসিয়্যাত বিল ওয়াকফ, মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত ওয়াকফ প্রভৃতি) সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক পরিভাষাসমূহ

১. ওয়াক্ফ, ওয়াকিফ ও মাওকূফ

'ওয়াক্ফ' (وقْف) শব্দটি আরবী وَقَفَ শব্দের ক্রিয়ামূল (মাসদার)। এর আভিধানিক অর্থ হলো– রুখে রাখা, আবদ্ধ করা (حبس); নিবৃত্ত রাখা, বারণ করা (منع); স্থির থাকা, থামা (مكث) প্রভৃতি (Ibn Fāris 1399, 6/135; Ibn Manẓūr ND, 9/359; Al Fayyūmī ND, 2/669) । ইবনু ফারিস রাহ. বলেন,

> الواو والقاف والفاء: أصلٌ واحد يدلُّ على تمكُّثٍ في شيءٍ ثمَّ يقاس عليه
>
> ওয়াও, কাফ ও ফা সমন্বয়ে গঠিত শব্দমূল কোনো কিছুতে স্থিরতা অবলম্বনের অর্থ বহন করে। অতঃপর এ অর্থের সাদৃশ্য বজায় রেখে তাকে অন্যান্য অর্থে ব্যবহার করা হয় (Ibn Fāris 1399H, 6/135)

তবে বক্ষ্যমাণ 'ওয়াকফ' শব্দটি আরবী ভাষায় ক্রিয়ামূলকে কর্মবাচক বিশেষ্য (اسم المفعول)-এর অর্থে ব্যবহারের যে প্রচলন রয়েছে সে নিয়মানুসারে কখনো 'ওয়াক্ফ' বলে 'ওয়াক্ফকৃত বস্তু' (الشيء الموقوف) কেও বোঝানো হয় (Al Fayyūmī ND, 2/669)। যেমন বলা হয়, هذه الدار وقف، أي موقوفة ''এ বাড়িটি ওয়াক্ফ অর্থাৎ ওয়াক্ফকৃত।'' এ কারণে এর দ্বিবচন وقفان ও বহুবচন أوقاف প্রভৃতি রূপান্তরও প্রচলিত রয়েছে। 'ওয়াকিফ' শব্দটি 'ওয়াক্ফ' থেকে গঠিত কর্তৃবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ হলো– ওয়াকফকারী, যিনি ওয়াকফ করেন।'মাওকূফ' শব্দটি 'ওয়াকফ' থেকে গঠিত কর্মবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ হলো, ওয়াক্ফকৃত বস্তু, যা ওয়াক্ফ করা হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সাধারণত ওয়াক্ফ বলতে এমন স্বেচ্ছামূলক ও স্থায়ী দানকে বোঝানো হয়, যেখানে মূল সম্পদ সংরক্ষিত থাকে এবং এর থেকে প্রাপ্ত আয় ও উপস্বত্ব ওয়াকিফের ইচ্ছা বা শর্তানুযায়ী দরিদ্র ও অভাবীদেরকে দান করা হয় কিংবা যে কোনো ধর্মীয় কাজে ও শরীয়াসম্মত জনকল্যাণকর খাতে ব্যয় করা হয়। সাধারণত জায়গা-জমি ও স্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। তবে অনেক শরীয়া-বিশেষজ্ঞের মতে– অস্থাবর সম্পত্তিও ওয়াকফ করা যায়।

আমাদের পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ওয়াকফের সংজ্ঞায়নে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। উল্লেখ্য, তাঁদের এ মতপার্থক্য মূলত ওয়াকফের প্রকৃতি, ধরন ও এতদসংশ্লিষ্ট কিছু বিধানে মতপার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। যেমন কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ করলে তা ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে কি না; ওয়াফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা স্বত্ব স্থানান্তর হবে কি না; ওয়াকফের মেয়াদ সাময়িক হতে পারে কিনা নাকি চিরস্থায়ী হতে হবে; ওয়াক্ফকৃত সম্পদ থেকে নিজে কিছু ভোগ করতে পারবে কি না? প্রভৃতি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কখনো 'সদকা' বলেও ওয়াক্ফ বোঝানো হতো, আবার কখনো 'হাব্স' (حبس) বলেও ওয়াকফ বোঝানো হতো। ওয়াকফের সংজ্ঞায়ন প্রসঙ্গে মূল দলীল হলো আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি রা. বলেন,

> أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
>
> উমর ইবনুল খাত্তাব রা. খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসূলল্লাহ ﷺ এর কাছে এলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি, যা ইতিপূর্বে আর কখনো

পাইনি।' আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলস্বত্ব (নিজের নিয়ন্ত্রণে) রেখে এর (উৎপন্ন বস্তু) সদকা করতে পারো।' ইবনু উমর রা. বলেন, 'উমর এ শর্তে তা সদকা করেন যে, তা (ভূখণ্ডটি) না বিক্রি করা যাবে, না দান করা যাবে এবং না কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে। তিনি এর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য সদকা করে দেন। (রাবী আরো বলেন) যে ব্যক্তি এর মুতাওয়াল্লী হবে সে নিজে তা থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারবেন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরও আপ্যায়ন করতে পারবেন; কিন্তু নিজের জন্য সঞ্চয় করতে পারবেন না। (Al Bukhārī 1407H, 2586)

উপর্যুক্ত হাদীসটিকে ওয়াকফের সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাযহাবে মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও এতদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে তাঁরা সকলেই এ হাদীসে বর্ণিত ' إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ' - কথার আলোকে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ওয়াক্ফ হলো– حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة -''সম্পদের মূলস্বত্ব নিয়ন্ত্রণে রেখে এর উৎপাদন-উপস্বত্ব দান করা (Al Bahaqī 1407H, 12252)।"[১]

নিম্নে ওয়াকফ-এর পরিচয় সংক্রান্ত বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হলো।

ক. হানাফী মাযহাব

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু মাওদূদ আল মুসিলী [৫৯৯-৬৮৩ হি.] রহ. বলেন,

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

কোনো বস্তুকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উৎপাদন-উপস্বত্ব দান করা। (Al Mūṣilī ND, 29)

এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, কেউ কোনো সম্পদ ওয়াকফ করলে তা ওয়াক্ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে না এবং উক্ত সম্পদে মালিকের মালিকানাও নিঃশেষ হবে না। এ কারণে সে প্রয়োজনে তার জীবদ্দশায় যে কোনো সময় ওয়াকফ প্রত্যাহার করতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে (Al Marghīnānī ND, 3/13)।

পক্ষান্তরে তাঁর প্রধান দু শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ওয়াকফ হলো,

حبس العين على حكم ملك الله تعالى

কোনো বস্তুকে বিধানগতভাবে আল্লাহ তাআলার মালিকানায় দিয়ে রাখা'।

অর্থাৎ তাঁদের মতে, কোনো বস্তুকে ওয়াক্ফ করার সাথে সাথেই তা তার মালিকানা থেকে এভাবে আল্লাহ তাআলার মালিকানায় চলে যায় যে, এর উৎপাদন-উপস্বত্ব দ্বারা

১. কারো কারো মতে– এ সংজ্ঞাটি উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতের একটি সূত্রে বর্ণিত ভাষ্য– حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ থেকে গ্রহণ করা হয়।

তাঁর বান্দারা নিরন্তর উপকৃত হবে। ফলে কেউ কোনো সম্পদ ওয়াকফ করলে তা ওয়াক্ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে। এ কারণে তা বিক্রয় করা যায় না, হেবা করা যায় না এবং উত্তরাধিকার হিসাবেও বণ্টন করা যায় না (Ibid)।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ওয়াকফ-এর সংজ্ঞা নিয়ে হানাফীদের মধ্যে দু রকমের মত প্রচলিত রয়েছে। প্রথমটি হলো ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভিমত এবং দ্বিতীয়টি হলো তাঁর প্রধান দু শিষ্যের অভিমত।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবরাহীম আত তারাবলিসী [মৃ. ৯২২ হি.] রহ. বলেন,

আমাদের ইমামগণ তথা আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণের মতে– সম্পদের মূলস্বত্ব ওয়াকফ করা জায়িয; তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দিকে যে মতের সম্পর্কারোপ করা হয় তার প্রকৃত মর্ম হলো– মূলস্বত্ব ওয়াকফ করা একান্তই আবশ্যক নয়। তাঁর কথার অর্থ মোটেই এটা নয় যে, মূলস্বত্ব ওয়াক্ফ করা জায়িয নয়। বিশুদ্ধ কথা হলো– সম্পদের মূলস্বত্ব ওয়াকফ করা সকলের দৃষ্টিতে জায়িয; তবে তাদের মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয় হলো– ওয়াক্ফ করলে তা ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে কিনা?

তিনি আরো বলেন,

প্রথম সংজ্ঞা মতে– কেউ কোনো সম্পদ ওয়াকফ করলে তা ওয়াক্ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে না এবং ওয়াকফ থেকে রুজু করাও শুদ্ধ হবে; তবে মাকরূহ হবে। অধিকন্তু, ওয়াক্ফকৃত সম্পদে উত্তরাধিকার নীতিও চলতে পারে। তবে দুটি অবস্থায় ওয়াকফকৃত সম্পদকে ওয়াক্ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে। একটি হলো– যদি ওয়াকফকারী অসিয়্যাত করে যে, তার মৃত্যুর পর দানকৃত বস্তুর মালিকানা ভবিষ্যতের জন্য ওয়াকফ হবে। অপরটি হলো– কাযী কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে তা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে রায় দিলে তবেই তা আবশ্যক হবে। (Al Ṭarablisī 1401H, 3)

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু মাওদূদ আল মুসিলী [৫৯৯-৬৮৩ হি.] রহ. বলেন,

ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم، أو يقول : إذا مت فقد وقفته

ওয়াক্ফকৃত সম্পদকে ওয়াক্ফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে না, তবে যদি বিচারক এ মর্মে রায় পেশ করেন কিংবা ওয়াকফকারী যদি বলেন যে, যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমি সম্পদটি ওয়াক্ফ করলাম (Al Mūṣilī ND, 29)

দ্বিতীয় সংজ্ঞা মতে, কোনো বস্তু ওয়াকফ করার সাথে সাথেই তা ওয়াকফকারীর মালিকানা থেকে চলে যায় এবং একে ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফীগণ এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন (Al Ṭarablisī 1401H, 3)

আমরা মনে করি যে, হানাফী ইমামগণের মধ্যে এ প্রসঙ্গে পারস্পরিক যে মতপার্থক্য দেখা যায়, তা ওয়াকফের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ ও নিয়্যাত যদি বিবেচনায় নেয়া হয়, তাহলে তাঁদের এ মতপার্থক্যকে অনেকখানি হ্রাস করা যায়। কাজেই যে ব্যক্তি ওয়াকফের সময় নিয়্যাত করবে যে, সে তা ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখবে এবং তা

স্পষ্টভাবে ভাষায়ও ব্যক্ত করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াকফকৃত সম্পদকে ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল ওয়াক্‌ফের কথা উচ্চারণ করে; কিন্তু একে ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখার কথা বলেনি, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ইমামগণের মতে– তা ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে– তা আবশ্যক হবে না।

খ. মালিকী মাযহাব

মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু কাসিম আল রাসা [মৃ. ৮৯৪ হি.] রহ. বলেন,

إعطاء منفعةِ شيءٍ مدةَ وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا

ওয়াক্‌ফ হলো ওয়াকফের মেয়াদ চলাকালে কোনো বস্তুর উপস্বত্ব দান করা, তবে এর মালিকানা তার দানকারীর মালিকানায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে, যদিও তা প্রচ্ছন্নভাবে হোক।" (Al Raṣṣā'a 1993, 2/539)

আবুল বারাকাত আহমদ আদ-দারদীর [মৃ. ১২০১ হি.] রহ. বলেন,

الوقف جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو جعل غلته لمستحق، بصيغة مدة ما يراه المحبِّس

ওয়াকফ হলো ওয়াকফকারীর ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ পূর্বক প্রকৃত হকদারকে কোনো বস্তুর উপযোগ অথবা তার উৎপাদন প্রদান করা, যদিও তা বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে হয় (Al Dardīr 1415H, 4/9-10)।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে জানা যায়, মালিকী মাযহাব মতে, ওয়াকফকৃত বস্তু ওয়াকিফের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায় না; বরং তার মালিকানায় থেকে যায়, যদিও তা প্রচ্ছন্নভাবে হোক। আরো জানা যায়, ওয়াকফের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে দান করা শর্ত নয়। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও ওয়াকফ করা যায় এবং মেয়াদ শেষে এর মালিকানা ফিরিয়ে নেয়া যায়।

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে কারো মনে এ সন্দেহ তৈরি হতে পারে, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর মালিকানা ওয়াকফকারীর জন্য বহাল থাকার ব্যাপারে মালিকীগণের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। এ সন্দেহের ব্যাপারে আমাদের কথা হলো– ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর মালিকানা ওয়াকফকারীর জন্য বহাল থাকার ব্যাপারে মালিকীগণের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণের যে মতপার্থক্য বাহ্যত বোঝা যায়, তা একান্তই শাব্দিক মতপার্থক্য মাত্র; মূলত কার্যগত মতপার্থক্য নয়। উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় উল্লেখিত ولو تقديرا কথা থেকে তা-ই বোঝা যায়। তদুপরি তাঁরা ওয়াকফকৃত বস্তুর মধ্যে ওয়াকফকারীকে কোনোরূপ অধিকার চর্চা থেকে বারণ করেন, চাই তা কোনোরূপ বিনিময়ের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফ করা হোক কিংবা বিনিময়বিহীনভাবে ওয়াক্‌ফ করা হোক। তাঁরা এও মনে করেন যে, ওয়াকফকারীর জন্য ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর উপযোগ দান করা আবশ্যক এবং ওয়াকফ থেকে রুজু করা জায়িয নয়।

গ. শাফি'ঈ মাযহাব

বিশিষ্ট শাফি'ঈ ফকীহ যাকারিয়া আল আনসারী [৮২৪-৯২৬ হি.] রহ. বলেন,

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

'সম্পদের মূলস্বত্ব বহাল রেখে তাকে এভাবে দান করা, যাতে তা দ্বারা উপকার লাভ করা সম্ভব হয়, তবে মূল সম্পদের মধ্যে (ওয়াকফকারীর জন্য) বৈধ খাতেও কোনোরূপ হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না' (Al Anṣārī 1422, 2/457)

ইবনু হাজার আল হাইতামী রহ. *তুহফাতুল মুহতাজ*-এর মধ্যে, মুহাম্মদ আল খতীব আশ শারবীনী রহ. *মুগনিউল মুহতাজ*-এর মধ্যে এবং সুলাইমান বুজাইরিমী রহ. তাঁর *হাশিয়া*-এর মধ্যে ওয়াকফকে অনুরূপভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ঘ. হাম্বলী মাযহাব

বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ শারফুদ্দীন মূসা আল হাজাভী [মৃ. ৯৬০ হি.] রহ. বলেন,

هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، تقربا إلى الله تعالى

ওয়াকফ হলো– উপকার লাভ করা যায়–এরূপ সম্পদকে মালিক তার মূলস্বত্ব বহাল রেখে এর সাধারণ ব্যবহারকে দান করা। তবে মূল সম্পদের মধ্যে ওয়াক্‌ফকারীর ও অন্য কারো জন্য হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না। এর উপস্বত্বকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। (Al Ḥajāwī ND, 3/2)

মানসূর আল বুহূতী তাঁর *কাশশাফ*-এর মধ্যে এবং আলী মিরদাভী *আল ইনসাফ*-এর মধ্যেও ওয়াকফকে অনুরূপভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ সংজ্ঞাটি শাফি'ঈ মাযহাবে প্রচলিত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সংজ্ঞাগুলোতে এ ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয় যে, ওয়াকফকৃত সম্পদে ওয়াকফকারী কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে উপকারভোগীরাও তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তারা তা থেকে শুধু উপকারই ভোগ করতে পারবে। কেননা মূল সম্পদের ওপর কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ জায়িয নেই, এ কারণে তা বিক্রিও করা যায় না, বন্ধকও রাখা যায় না, হেবা করা যায় না বা মীরাছের ভিত্তিতে বণ্টনও করা যায় না। হাম্বলীগণের মধ্যে ওয়াকফের অন্য একটি সংজ্ঞা বহুল প্রচলিত রয়েছে। সেটি হলো–

هُوَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ

মূল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রেখে এর ফল (উপকারিতা) উৎসর্গ করা। (Ibn Qudāmah ND, 6/185)

এ সংজ্ঞাটি মূলত হাদীসের ভাষ্য থেকে সরাসরি গৃহীত যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সংজ্ঞাটি পরিপূর্ণ মর্মজ্ঞাপক নয়। এতে ওয়াকফের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলির কথা ফুটে ওঠেনি। ইমাম বাদরুদ্দীন আয যারাকশী [৭৪৫-৭৯৪ হি.] রহ. বলেন, যাঁরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য– এর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলিও বিবেচ্য হবে। আর অন্য ইমামগণ ওয়াকফের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয় শর্তগুলোকেও যুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আল বা'লী (৬৪৫-৭০৯ হি.] রহ. তাঁর *মাতলা'*-এর মধ্যে বলেন,

و حد المصنف لم يجمع شروط الوقف وحده غيره فقال تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى

'গ্রন্থকারের উপর্যুক্ত সংজ্ঞার মধ্যে ওয়াক্ফের শর্তগুলোকে একত্র করা হয়নি। অন্যরা একে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, 'ওয়াকফ হলো– উপকার লাভ করা যায়–এরূপ সম্পদকে মালিক তার মূলস্বত্ব বহাল রেখে এর সাধারণ ব্যবহার ও উপযোগ দান করা। তবে মূল সম্পদের মধ্যে ওয়াক্ফকারীর ও অন্য কারো জন্য হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না। এর উপস্বত্বকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।" (Al Mardāwī 1419, 7/5)

২. ক্যাশ ওয়াক্ফ

'ক্যাশ ওয়াক্ফ' ওয়াকফের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণ। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সাম্প্রতিক কালে 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' পরিভাষাটি বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী আইনশাস্ত্রে এটি 'ওয়াক্ফুন নুকূদ' নামে খ্যাত।

এ পরিভাষাটি ক্যাশ ও ওয়াক্ফ শব্দদয় দ্বারা গঠিত। ক্যাশ ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ নগদ। এখানে মূলত ক্যাশ বলতে নগদ অর্থ বা মুদ্রা বোঝানো হচ্ছে। আর ওয়াক্ফ (যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সুপরিচিত আরবী-ইসলামী পরিভাষা। 'ক্যাশ ওয়াকফ' বলতে মূলত নগদ অর্থ ওয়াকফ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ মূল টাকা (principal amount) গরীব-অভাবী লোকদেরকে কর্জে হাসানা দেয়ার জন্য জমা রাখা অথবা মূল টাকা বহাল রেখে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশ ওয়াকিফের শর্ত মোতাবেক কিংবা জনকল্যাণকর খাতে ব্যয় করা। (Bakhaḍir 2017, 47)

এ সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বিষয় বোঝা যায়। যেমন-

- ওয়াকফকৃত অর্থ দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিময়হীন ঋণ হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। ওয়াক্ফকৃত অর্থের এরূপ ব্যবহার প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ.-এর মত পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

  لَوْ قَالَ الْوَاقِفُ : وَقَفْتُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَلَى قَرْضِ الْمُحْتَاجِينَ لَمْ يَكُنْ جَوَازُ هَذَا بَعِيدًا

  আর যদি ওয়াকফকারী বলে,'আমি এ দিরহামগুলো অভাবীদের ঋণ দেওয়ার জন্য ওয়াকফ করেছি', তাহলে এরূপ ওয়াকফের বিধিবদ্ধতা দূরবর্তী কোনো বিষয় নয় (অর্থাৎ এভাবে ওয়াকফ করা জায়িয) (Ibn Taimiyyah 1408H, 5/425)।

তাঁর এ কথা থেকে জানা যায়, দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিময়হীন ঋণ হিসেবে প্রদানের উদ্দেশ্যে ক্যাশ ওয়াকফ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

- শার'ঈ দৃষ্টিতে বৈধ-এরূপ যে কোনো খাতে ওয়াকফের অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ওয়াক্ফকৃত অর্থের এরূপ ব্যবহার প্রসঙ্গে ইমাম যুফার রহ.-এর মত পাওয়া যায়। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ''ওয়াক্ফকৃত দিরহামগুলো দিয়ে

কী করা হবে?" তিনি জবাব দেন, ويدفعها مضاربة ويتصدق بالفضل -''এগুলো মুদারাবায় বিনিয়োগ করবে এবং বর্ধিত অংশ (অর্থাৎ অর্জিত লাভ) সদকা করবে।" (Ibn Nujaim 1422H, 3/312)

তাঁর এ কথা থেকে জানা যায়, ওয়াকফের অর্থ যেকোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যাবে এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফা সদকা করা হবে।

- যদি ওয়াকফকারী তার ওয়াকফকৃত অর্থের লভ্যাংশ ব্যয়ের জন্য কোনো খাত নির্দিষ্ট করে দেন বা এ বিষয়ে কোনো শর্তারোপ করেন, তাহলে তা মেনে চলতে হবে।
- যদি ওয়াক্ফকারী তার ওয়াকফকৃত অর্থের লভ্যাংশ ব্যয়ের জন্য কোনো খাত নির্দিষ্ট করে না দেন বা এ বিষয়ে কোনো শর্তারোপ না করেন, তাহলে ওয়াকফ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে জনহিতকর ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা যাবে।

৩. অসিয়্যাত বিল ওয়াক্ফ (الوصية بالوقف)

'অসিয়্যাত' শব্দের মূল অর্থ কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করা, উপদেশ দেওয়া, মিলানো অর্থাৎ কোনো জিনিস অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছানো। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় অসিয়্যাত বলা হয়, কাউকে বিনিময়বিহীন কোনো কিছুর মালিক বানানো, যা অসিয়্যাতকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর কার্যকর হবে। অন্য ভাষায়– কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ বা এর আয় তার মৃত্যুর পর থেকে চিরকালের জন্য অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনোরূপ বিনিময় ছাড়াই হস্তান্তর করাকে অসিয়্যাত বলে। সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়্যাত করা জায়িয। এর চেয়ে বেশি অসিয়্যাত করা জায়িয নয়। তবে যদি অসিয়্যাতকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিছরা এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদেও অসিয়্যাত অনুমোদন করে, তাহলে সে অসিয়্যাত বৈধ হবে। উল্লেখ্য, অসিয়্যাতকারী যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন সে তার অসিয়্যাত প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে।

কেননা, এটা এমন কোনো চুক্তি নয় যে, যা সর্বাবস্থায় পূরণ করা বাধ্যতামূলক; বরং এটা হলো স্বেচ্ছা দান, যা এখনো পূর্ণতা লাভ করেনি। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তা থেকে ফিরে আসতে পারে। তা ছাড়া অসিয়্যাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অসিয়্যাত কবুল করার বিষয়টি অসিয়্যাতকারীর মৃত্যুর ওপর নির্ভর করে। আর ইজাব বা প্রস্তাব কবুল করার আগে তা বাতিল করা যায়।

'অসিয়্যাত বিল ওয়াক্ফ' বলতে বোঝানো হয়–

أن يعهد المرء بحبس شيء من أمواله بعد وفاته، فلا يباع ولا يورث، ويكون ريعه في أبواب البر.

কেউ তার সম্পদ তার মৃত্যুর পরের সময়ের জন্য ওয়াকফের অসিয়্যাত করা। ফলে তা বিক্রি করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারও হবে না; বরং এর আয় ও উপস্বত্ব কল্যাণকর খাতগুলোতে ব্যয় করা হবে'(Al 'Īsā 2012, 153)

সংক্ষেপে 'অসিয়্যাত বিল ওয়াকফ' হলো– ব্যক্তি নিজের মৃত্যুর পর কোনো বস্তু ওয়াকফের অসিয়্যাত করা। যেমন– কেউ বললো, আমি আমার অমুক ভূমিটি আমার

মৃত্যুর পর মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তাঁর এ কথায় একই সাথে দুটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে– অসিয়্যাত ও ওয়াক্ফ। কাজেই এ ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমগুলো প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, নিয়মিত ওয়াক্ফ ও অসিয়্যাত বিল ওয়াকফ-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

- নিয়মিত ওয়াকফ একটি আবশ্যিকভাবে পালনীয় চুক্তিবিশেষ, ওয়াকফ করার সাথে সাথেই এর কার্যকারিতা শুরু হয়। পক্ষান্তরে অসিয়্যাত বিল ওয়াক্ফ ইচ্ছাধীন বিষয়; অসিয়্যাতকারীর মৃত্যুর পরই এর কার্যকারিতা শুরু হয়।
- নিয়মিত ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে যদি ওয়াকিফ তার পূর্ণ সম্পদ ওয়াকফ করে, তবে তাও কার্যকর করতে হয়। পক্ষান্তরে অসিয়্যাত বিল ওয়াকফ-এর ক্ষেত্রে অসিয়্যাকারীর কেবল এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকেই অসিয়্যাত কার্যকর করা হবে, তবে ওয়ারিসগণ এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদে অসিয়্যাত অনুমোদন করলে তা কার্যকর হবে।
- অনেক ইমামের মতে– নিয়মিত ওয়াকফের ক্ষেত্রে ওয়াকিফের জীবদ্দশায় ওয়াকফ প্রত্যাহার করা জায়িয নয়। পক্ষান্তরে অসিয়্যাত বিল ওয়াক্ফ-এর ক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়্যাতকারী তার অসিয়্যাত প্রত্যাহার করতে পারে (Al Mushaiqiḥ 1434H, 1/178; Al Sadlān ND, 21)।

৪. মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত ওয়াক্ফ (الوقف المعلق بالموت)

'মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত ওয়াক্ফ' বলতে বোঝানো হয়– ওয়াকিফ নিজের মৃত্যুর পর কার্যকর হবে-এমন কথা বলে কোনো বস্তু ওয়াকফ করা। অসিয়্যাত বিল ওয়াক্ফ ও মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত ওয়াকফ-এর মধ্যেও একটি প্রধান পার্থক্য হলো– সাধারণত মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত ওয়াকফ প্রত্যাহার করা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে অসিয়্যাত বিল ওয়াকফ-এর ক্ষেত্রে অসিয়্যাত প্রত্যাহার করা জায়িয (Ibn Taimiyyah 1425 H, 16/113; Al Mardāwī 1432H, 16/399)।

ক্যাশ ওয়াকফের গুরুত্ব ও প্রচলন

আগে দেশে জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকার কারণে অনেকেই বিস্তর জায়গা-জমির মালিক ছিল এবং এগুলোর মূল্যও ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তখন মানুষ প্রায়ই তাদের জমি-বাড়ি ইত্যাদি স্থাবর সম্পদ ওয়াকফ করতো; ক্যাশ ওয়াকফের প্রচলন সেসময় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বর্তমানে দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে জায়গা-জমি ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে ক্রমশ জমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে এবং স্থাবর সম্পদের অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছে, তদুপরি জায়গা-জমির মূল্যও তুলনামূলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে লোকজনের মধ্যে জায়গা-জমি ওয়াকফের আগ্রহ আগের মতো আর দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় শরীয়াবিশেষজ্ঞগণ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্য ক্যাশ ওয়াকফ-ব্যবস্থা প্রচলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করছেন।

তদুপরি লোকজন এখন অনেক ক্ষেত্রেই স্থাবর সম্পদ ক্রয় না করে নগদ অর্থ জমা করছে, বিনিয়োগ করছে এবং নগদ জমাকৃত অর্থ থেকে মুনাফা অর্জন করছে। তাছাড়া অনেক সম্পদশালী ব্যক্তিগণ রয়েছেন, যাদের কাছে বিপুল নগদ অর্থ রয়েছে, যা তাঁরা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখছেন। তাদের অনেকেই স্থায়ী সদকা (সদকায়ে জারিয়াহ) ও জনকল্যাণমূলক কাজ করতে আগ্রহী। তাঁরা কামনা করেন যে, তাদের সম্পদ থেকে যেন মসজিদ, মাদ্রাসা, এতীমখানা, দাতব্য সংস্থা, গবেষণামূলক সংস্থা, প্রকাশনা সংস্থা, হাসপাতাল, সমাজকল্যাণ সংস্থা, ইসলাম প্রচার সংস্থা, পাবলিক লাইব্রেরি, মানবাধিকার সংস্থা, গণমাধ্যম ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান উপকৃত হতে পারে, আবার অনেকে তাদের সন্তান-সন্ততি ও আগামী প্রজন্মের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত যে, তারা পরবর্তীতে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হবেন কি না। তাঁরা আরো কামনা করেন যে, তাদের অর্থসম্পদ যেন স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং তা থেকে তাদের সন্তানদের কল্যাণ ও জনকল্যাণ উভয়টিই নিশ্চিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে স্থায়ী সম্পদ ওয়াকফ করার পাশাপাশি ক্যাশ ওয়াকফের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

আমাদের দেশের বহু বিত্তশালী লোক নিজেদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ সন্তানাদির জন্য রেখে যান। এসব বিত্তশালী তাদের অল্প কয়েকজন ছেলেমেয়ের জন্য শত শত কোটি টাকার সম্পদ ছেড়ে না রেখে তাদের সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ জনহিতকর কাজে ওয়াকফ করে দিতে পারেন। আমাদের দেশের বিত্তশালীগণ যদি বিষয়টি নিয়ে ভাবতেন এবং সম্পদের কিছু অংশ ওয়াকফ করতেন, তাহলে একদিকে তারা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সদকার সওয়াব পেতেন, অন্যদিকে দেশের সব ধর্মীয়, সামাজিক ও কল্যাণমূলক সংস্থা-সংগঠনের অর্থায়নে কোনো সমস্যা থাকতো না এবং মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল অর্থায়নেও কোনো সমস্যা থাকতো না। এটি দারিদ্র্য বিমোচনেও বিরাট ভূমিকা রাখতে পারতো। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের নতুন উদ্যমে একটি ক্যাশ ওয়াকফ আন্দোলন শুরু হওয়া এখন সময়ের দাবি। ধনাঢ্য মুসলিমদের যদি ওয়াকফ, ক্যাশ ওয়াকফ এই পরিভাষার সাথে পরিচয় করানো যায় এবং ক্যাশ ওয়াকফের গুরুত্ব ও উপকারিতা এবং মানব কল্যাণে ওয়াকফের ভূমিকার বিষয়টি নতুনভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে এটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এই লক্ষ্যে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হতে পারে এবং ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারে।

ক্যাশ ওয়াকফ থেকে অর্জিত মুনাফা দ্বারা উদ্যোক্তা উন্নয়ন, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি শিক্ষা প্রদান, বিশেষ করে এতীম, অসহায় ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার্জনের ব্যবস্থা করা যায়। পুনর্বাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা কিংবা অন্যান্য যেকোনো কল্যাণ ও সেবামূলক খাতে ক্যাশ ওয়াকফের মুনাফা বণ্টন বা ব্যয় করা যায়। ওয়াকিফ এসব উদ্দেশ্যে কিংবা শরীয়াসম্মত অন্য যেকোনো

খাতের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ গড়ে তোলার অধিকার রাখেন। যেহেতু ক্যাশ ওয়াকফে মূল সম্পদ ব্যবহার করা হয় না; কেবল এর মুনাফাই ব্যবহার করা হয়, তাই ক্যাশ ওয়াকফ স্থানীয়ভাবে প্রত্যেক এলাকায় কার্যকর করা যায় এবং এজন্য প্রত্যেক এলাকায় ফাউন্ডেশন কিংবা সংস্থা গঠন করা যেতে পারে, যারা নির্মোহভাবে সমাজকল্যাণমূলক খাতে এ তহবিল পরিচালনা করবেন।

একটি সুচিন্তিত ও গঠনমূলক ক্যাশ ওয়াকফ আন্দোলন দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্যাশ ওয়াকফের মুনাফার টাকা প্রতি বছর পাওয়া যায়। তাই এর সাথে যত বেশি মানুষ সম্পৃক্ত হবে ওয়াক্ফ তহবিল তত বড় হবে, মুনাফা তত বাড়বে, জনকল্যাণে ব্যয়ও তত বৃদ্ধি পাবে, মানুষের জীবনমান উন্নত হবে, সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

উল্লেখ্য, দারিদ্র বিমোচনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে কাজ করতে পারে সেটি এখন স্বীকৃত সত্য। 'ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট' একটি স্বীকৃত ব্যবস্থা এবং দেশের প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংকে এটা চালু রয়েছে। এ সার্টিফিকেটকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজ ও মানবতার প্রভূত কল্যাণ সাধন করা যায়। তা ছাড়া ওয়াক্ফকৃত ক্যাশ বা টাকা এমন এক পুঁজি, যা গচ্ছিত থাকলে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার জন্য আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

বর্তমানে সময়ের প্রেক্ষাপটে দুনিয়াজুড়ে ক্যাশ ওয়াকফের পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও তুরস্কে ক্যাশ ওয়াকফ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে সাধারণ ওয়াক্ফ চালু থাকলেও ক্যাশ ওয়াকফ-এর বিষয়টি তেমন পরিচিত ছিল না। দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর পর ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর বিষয়টি সামনে আসে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট প্রোডাক্ট চালু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকসহ অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডোধারী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে ক্যাশ ওয়াকফের পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা, যার আকার এক লাখ কোটি টাকা বা তার বেশি পরিমাণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াকফের পরিমাণ প্রায় ১৮০ কোটি টাকা হলেও বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি নতুন উদ্যমে একটি ক্যাশ ওয়াকফ আন্দোলন শুরু করে, তাহলে কেবল বাংলাদেশেই ক্যাশ ওয়াকফের পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। (Mizanur Rahman 2020, NP)

বর্তমানে এ প্রোডাক্টকে আরো বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নিত্য-নতুন চিন্তা-ভাবনা চলছে। যেমন– ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে– এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশ সম্পূর্ণ/একটি অংশ ভোগ করা শরীয়াহসম্মত হবে কি না? ওয়াক্ফ করার

পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরাবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়নের সুযোগ প্রদান করা শরীয়াহসম্মত হবে কি না? নিম্নে এ প্রশ্নদুটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রশ্ন–১. ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে– এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশের সম্পূর্ণ বা একটি অংশ ভোগ করা শরীয়াসম্মত হবে কি না?

উপর্যুক্ত প্রশ্নে দুটি বিষয়ে আলোচনার দাবি রাখে।

এক. ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকরের শর্তারোপ।

দুই. উপর্যুক্ত শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশের সম্পূর্ণ বা একটি অংশ ভোগ করা।

এক. ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকরের শর্তারোপ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে– ওয়াকফের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ শর্ত হলো, এর কার্যকারিতা তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হবে। এর কার্যকারিতা ভবিষ্যতের কোনো সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করা সমীচীন নয়। তবে মালিকী ফকীহগণের মতে– ওয়াকফের বিধান দেরিতেও কার্যকর হতে পারে এবং ভবিষ্যতের যে কোনো সময়ের সাথে, এমনকি যে কোনো বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করেও ওয়াকফ করা যাবে। হাম্বলীগণ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষয়টি বিধানগত দিক থেকে অন্যান্য বিষয় থেকে আলাদা। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করে ওয়াকফ করা যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এরূপ মতই প্রকাশ করেছেন। কাজেই ওয়াকিফ যদি নিজের মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করে বলে যে, আমি আমার অমুক ভূমিটি আমার মৃত্যুর পর দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করলাম, তবে তার ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার অমুক ভূমিটি অমুক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াকফ করে দিও, তবে তাও বিশুদ্ধ হবে। কারণ, এ ধরনের ওয়াক্ফ প্রকারান্তরে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত সদকাস্বরূপ। একে ওয়াকফের অসিয়্যাতরূপে গণ্য করা হয়। এ ধরনের ওয়াকফের ক্ষেত্রে ওয়াকিফের মৃত্যুর পর অন্যান্য অসিয়্যাতের মতো তার একতৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে এই ওয়াকফ কার্যকর করতে হবে। এভাবে ওয়াকফ করা এবং একে অসিয়্যাতরূপে বিবেচনা করার দলীল হলো, সাইয়িদুনা উমর রা. তাঁর অসিয়্যাতের মধ্যে উল্লেখ করেন,

هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثَمْغاً .. تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لاَ يُبَاعَ وَلاَ يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِى الْقُرْبَى وَلاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.

এটি আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমরের অসিয়্যাত যে, যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় (অর্থাৎ আমি যদি মৃত্যুবরণ করি), তাহলে ছাম্গ[২] ওয়াক্ফ হবে। হাফসা

২. ছাম্গ: মদীনার একটি প্রসিদ্ধ খেজুর বাগান। এটি আমিরুল মু'মিনিন 'উমর রা. এর মালিকানাধীন ছিল।

রা. এর তত্ত্বাবধান করবেন, যতদিন তিনি জীবিত থাকেন। তাঁর পরে তাঁর পরিবারের বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন কোনো লোক এর তত্ত্বাবধান করবেন। এ ওয়াকফকৃত বাগান বেচাকেনা করা যাবে না। এর তত্ত্বাবধায়ক তার বিবেচনা অনুসারে ভিক্ষুক, বঞ্চিত ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য তা ব্যয় করবে। অধিকন্তু, এর তত্ত্বাবধায়কের জন্য এতে কোনো অসুবিধা নেই যে, তিনি নিজে তা থেকে খেতে পারবেন অথবা অন্য (অসচ্ছল) ব্যক্তিকেও খাওয়াতে পারবেন অথবা এর ফল বিক্রি করে এর পরিচর্যার জন্য কোনো গোলাম ক্রয় করতে পারবেন.. (Abū Dāwūd 1999, 2879)

উল্লেখ্য যে, তাঁর এ ওয়াক্ফটি সাহাবীগণের জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছিল এবং কেউ তাঁর এভাবে ওয়াক্ফ করার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। কাজেই একে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করে ওয়াক্ফ করার পক্ষে সাহাবীগণের ইজমা বিবেচনা করা যেতে পারে।

মালিকীগণের মতে, ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর করার শর্তে ওয়াকফ করা যাবে। এতে নীতিগতভাবে কোনো অসুবিধা নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, ব্যতিক্রমী মাস'আলা হিসেবে ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকরার শর্তে ওয়াকফ করা যাবে। এটিই হানাফী ফকীহগণের বিশুদ্ধতর অভিমত। এ অবস্থায় তা অসিয়্যাতের মতো মৃত্যুর পর ওয়াকিফের একতৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে। তবে ওয়ারিছরা সকলেই সম্মত থাকলে এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদ থেকেও ওয়াকফ কার্যকর করা যাবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, 'এ অবস্থায় সে যতদিন জীবিত থাকবে, তার এ ওয়াকফ সদকার মানতরূপে গণ্য হবে এবং এ কারণে তার ওপর কথা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে; তবে সে চাইলে ওয়াক্ফ থেকে রুজূ করতে পারে। আর যদি রুজূ না করে এবং এ অবস্থায় সে মারা যায়, তাহলে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তা কার্যকর করা হবে' (Ibn 'Ābidīn 1421H, 17/194)।

আমাদের অভিমত

ফকীহদের উপর্যুক্ত মতামত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে– এ শর্তে ওয়াক্ফ করা যাবে। তবে এ অবস্থায় ওয়াকফটি 'ওয়াকফের অসিয়্যাত'রূপে গণ্য করা হবে এবং ওয়াকিফের মৃত্যুর পর অন্যান্য অসিয়্যাতের মতো তার একতৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে এই ওয়াকফ বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করতে হবে। তবে ওয়ারিছরা সকলেই সম্মত থাকলে সম্পূর্ণ ওয়াকফও কার্যকর করা যাবে, যদি এর পরিমাণ তার পরিত্যক্ত সম্পদের একতৃতীয়াংশের চেয়ে অতিরিক্ত হয়।

দুই. উপর্যুক্ত শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশের সম্পূর্ণ/একটি অংশ ভোগ করা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিমতে পৌঁছার জন্য ফকীহদের নিম্নোক্ত মতামতগুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারেঃ

ক. সাধারণত ওয়াক্ফকৃত বস্তুর ওপর ওয়াকফ করার সাথে সাথে ওয়াকিফের কোনোরূপ মালিকানা ও ভোগাধিকার বহাল থাকে না। ওয়াকফকৃত বস্তুর উপকারিতা ও ভোগাধিকার কেবল ওয়াকফ করা হয়েছে- এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কিংবা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজেই সাধারণত ওয়াকিফের জন্য ওয়াক্ফকৃত বস্তু থেকে কোনো উপকার হাসিল করা বৈধ নয়। তবে কয়েকটি অবস্থায় ওয়াকিফ ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে উপকার হাসিল করতে পারেন। তন্মধ্যে নিম্নে দুটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হলো:

প্রথম অবস্থা: ওয়াকিফ যদি সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য কোনো বস্তু ওয়াকফ করে, তাহলে সেও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেমন- কেউ কবরস্থান ওয়াকফ করলো, তাহলে তাকে তার ওয়াকফকৃত সেই কবরস্থানে দাফন করা যাবে। অনুরূপভাবে কেউ কূপ ওয়াকফ করলো, তাহলে সেও কূপের পানি থেকে উপকৃত হতে পারবে। এ প্রসঙ্গে কারো কোনো দ্বিমত নেই। বর্ণিত আছে যে, সাইয়িদুনা উসমান রা. বি'রে রূমা ওয়াকফ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ঐ কূপ থেকে অন্য লোকদের মতো নিজেও বালতি দিয়ে পানি তুলতেন (Ibn Qudāmah 1405H, 6/215)।

দ্বিতীয় অবস্থা: ওয়াকিফ যদি ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, সে ওয়াক্ফকৃত বস্তু থেকে আমৃত্যু নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে, তবে এরূপ শর্তারোপ বৈধ হবে কিনা- এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, ওয়াকিফের জন্য এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয় এবং ওয়াক্ফকৃত বস্তু থেকে উপকার ভোগ করা জায়িয হবে না। কারণ, প্রথমত, ওয়াকফের কারণে মালিকানা স্বত্ব বাকী থাকে না। কাজেই ওয়াক্ফকৃত বস্তু থেকে নিজের উপকার ভোগের শর্তারোপ করা জায়িয নয়। দ্বিতীয়ত, ওয়াকিফ কী পরিমাণ নিজের জন্য খরচ করবে তা অজ্ঞাত। অতএব, এরূপ অজ্ঞাত কিছুর শর্তারোপ করাও বৈধ হবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ইমাম আহমদ রহ. ও হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর মতে, এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ হবে এবং ওয়াকফকারী শর্তানুসারে ওয়াক্ফকৃত বস্তু থেকে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে। ইবনু আবী লাইলা, ইবনু শুবরুমা, যুবাইর ও ইবনু শুরাইহ রহ. প্রমুখ ফকীহগণও এরূপ মত পোষণ করেন (Ibn Hubairah 1423H, 2/46)। তাঁদের এ কথার দলীল হলো-

- হুজ্র আলমাদারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

  أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ

  রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সদকা থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ন্যায়ানুগভাবে ভক্ষণ করতেন। (Ibn Abī Shaibah 2008, 37128)

- বর্ণিত আছে, উমর রা. খাইবরের ভূমিটি ওয়াকফ করার সময় বলেন,

لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়কের জন্য কোনো দোষ নেই যে, সে নিজে তা থেকে খেতে পারবে অথবা তার যে কোনো অসচ্ছল বন্ধুকেও খাওয়াতে পারবে। উপরন্তু, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু আমৃত্যু তাঁর হাতেই ছিল। (Al Bukhārī 2015, 2772)

- যেহেতু সর্বজনীন ওয়াকফের ক্ষেত্রে (যেমন মসজিদ, সরাইখানা, কূপ, কবরস্থান প্রভৃতি) ওয়াকিফের জন্য ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ, তাই শর্তারোপ করেও ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু থেকে ওয়াকিফ উপকৃত হতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াকিফ চাই নিজের উপকার ভোগের ক্ষেত্রে শর্তরূপে তার পুরো জীবনকালের কথা উল্লেখ করুক কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদের কথা উল্লেখ করুক- হুকুমের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য হবে না। অনুরূপভাবে ওয়াকিফ কীরূপ পরিমাণ ভক্ষণ করবে, চাই তার নির্ধারণ করুক বা না করুক- তাতেও হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে না। কারণ, উপরে উল্লেখিত বর্ণনাসমূহে এমন কোনো বাধ্যবাধকতার কথা জানা যায় না; বরং প্রথম বর্ণনাতে কেবল ন্যায়ানুগভাবে ভক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় উমর রা. অভিভাবক কী পরিমাণ নিজে খেতে পারবে কিংবা বন্ধুদের খাওয়াতে পারবে– তাও নির্ধারণ করে দেননি।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহগণের কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

- বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. বলেন,

يجوز أن يستثني الواقف الغلة لنفسه مادام حيًّا

যতদিন ওয়াকিফ জীবিত থাকবে ততদিন ভূমির ফসল নিজের জন্য শর্তারোপ করা জায়িয'। (Al Sarakhsī 1421H, 12/73)

- হানাফী ফকীহ ইবুন আবিদীন রহ. বলেন,

(قَوْلُهُ : وَجَازَ جَعْلُ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا

ভূমির সম্পূর্ণ ফসল কিংবা অংশবিশেষের নিজের জন্য শর্তারোপ করা জায়িয'।(Ibn ʻĀbidīn 1421H, 17/326)

- বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনু কুদামা রহ. বলেন,

إن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط. نص عليه أحمد

'যদি ওয়াকিফ ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করে যে, সে তা থেকে নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে, তাহলে ওয়াকফও শুদ্ধ হবে এবং শর্তও শুদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ.-এর স্পষ্ট বক্তব্য আছে'। (Ibn Qudāmah 1405H, 6/215)।

- বিশিষ্ট শাফিয়ী ফকীহ বুহূতী রহ. বলেন,

إن وقف شيئاً على غيره، واستثنى غلته كلها أو بعضها له مدة معينة، أو استثنى الانتفاع لنفسه أو لأهله مدة حياته أو مدة معينة، وصح الوقف والشرط

যদি কেউ অপরের জন্য কিছু ভূমি ওয়াকফ করে, কিন্তু সে ওয়াকফ থেকে নিজের জন্য ভূমির সম্পূর্ণ ফসল কিংবা অংশবিশেষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাস করে নেয় অথবা জীবনভর কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়াকফ থেকে নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের উপকৃত হওয়ার শর্তারোপ করে, তাহলে ওয়াকফও শুদ্ধ হবে এবং শর্তও শুদ্ধ হবে। (Al Buhūtī 1996, 2/494)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ওয়াকিফের জন্য ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে তার জীবদ্দশায় উপকার ভোগ করার শর্তারোপ করার প্রসঙ্গটি বির্তকিত। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও মুহাম্মদ রহ. প্রমুখের মতে, ওয়াকিফের জন্য এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয়; তবে ইমাম আহমদ ও আবূ ইউসূফ রহ. সহ আরো অনেকের মতে, তা জায়িয।

আমাদের অভিমত

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ও আবূ ইউসূফ রহ. এর মতটি বর্তমান যুগে জনকল্যাণ সাধন ও ওয়াকফের বিস্তৃতির জন্য অধিকতর সহায়ক বিধায় এর আলোকে উত্থাপিত প্রশ্নের ব্যাপারে বলা যায়, ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে- এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্‌ফকৃত টাকার লভ্যাংশের সম্পূর্ণ বা একটি অংশ ভোগ করা শরী'আতসম্মত।

প্রশ্ন-২. ওয়াক্‌ফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরাবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকা এর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়নের সুযোগ প্রদান করা শরী'আহসম্মত হবে কি না?

উত্তর: এ বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিমত পেশ করার পূর্বে ফকীহদের নিম্নোক্ত মতামতসমূহ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে:

ক. সাধারণত ওয়াকফ স্থায়ীভাবেই করতে হয়; নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (যেমন- পাঁচ বছর, দশ বছর) ওয়াকফ করা বিধেয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এরূপ মত পোষণ করেন। এ কারণে হানাফীগণ ওয়াকফকৃত বস্তু স্থাবর হওয়ার শর্তারোপ করেন, যা থেকে স্থায়ীভাবে উপকারিতা লাভ করা যায়। তবে মালিকীগণের মতে, ওয়াকফ স্থায়ী হওয়া শর্ত নয়; বরং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও ওয়াকফ করা যায়। মেয়াদান্তে ওয়াকফকৃত বস্তুর ওপর ওয়াকিফ কিংবা তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ('Ilīsh 1409H, 8/145)। হাম্বলীগণ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে। বিশিষ্ট শাফেয়ী ফকীহ আবুল আব্বাস ইবনু সুরাইজ [২৪৯-৩০৪ হি.] রহ.ও এরূপ মত পোষণ করেন (Al Māwardī ND, 7/521)

খ. ওয়াকফ করার পর রুজূ করার প্রসঙ্গটি বিতর্কিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, ওয়াকফ করার পর তা রক্ষা করা বাধ্যতামূলক; রুজূ করা বৈধ নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে, ওয়াকফ রক্ষা করা বাধ্যতামূলক নয়। ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় ওয়াক্‌ফ থেকে রুজূ করতে পারে। তবে এমনটি করা অনুচিত। ইমাম

আহমদ রহ. থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে যে, ওয়াকফকৃত বস্তু যে যাবত না এর দায়িত্বভার অপরকে হস্তান্তর করবে বা সর্বসাধারণের জন্য তা মুক্ত করে দেবে, ততক্ষণ ওয়াকফ রক্ষা করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

তবে কেউ যদি ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করে যে, সে চাইলে রুজূ করতে পারবে, তবে এরূপ অবস্থায় ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হাম্বলী ও শাফিয়ীগণের বিশুদ্ধ মতানুসারে এরূপ অবস্থায় শর্তও শুদ্ধ হবে না এবং ওয়াকফও শুদ্ধ হবে না। তাঁদের কারো কারো মতে, ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে; কিন্তু শর্ত বাতিল হবে। তবে মালিকী ফকীহগণের মতে, প্রয়োজনে ওয়াকফ থেকে রুজূ করা যাবে। বিশিষ্ট শাফি'ঈ মতাবলম্বী ফকীহ আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী [৩৬৪-৪৫০ হি.] রহ. বলেন,

> أجاز مالك أن يقف على أنه إن احتاج إليه باعه أو رجع فيه أو أخذ غلته. لقول الرسول ﷺ : المسلمون عند شروطهم، ولما روي عن علي ﷺ في وقفه
>
> কেউ যদি এ শর্তে কিছু ওয়াকফ করে যে, প্রয়োজনের সময় সে তা বিক্রি করে দেবে কিংবা ওয়াকফ থেকে রুজূ করবে অথবা তার ফসল নিজে নিয়ে নেবে, তাহলে ইমাম মালিক রহ. এর মতে, তা জায়িয হবে। কারণ, প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ''মুসলিমগণ তাদের শর্তাবলি প্রতিপালন করবে।'' দ্বিতীয়ত, সাইয়িদুনা আলী রা. থেকেও তাঁর ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ নীতির কথা জানা যায় (Al Māwardī ND, 9/396)।

মালিকী মাযহাবের ফকীহ আহমদ আদ-দারদীর রহ. বলেন, ওয়াকিফ যদি প্রয়োজনে নিজের জন্য ওয়াকফ থেকে রুজূ কিংবা ওয়াকফকৃত বস্তু বিক্রয় করার শর্তারোপ করে, তাহলে তার এ অধিকার থাকবে। (Al Dardīr ND, 4/82)।

গ. মালিকীগণের মতে যেসব কারণে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যায় তন্মধ্যে অন্যতম হলো- ওয়াকফ কার্যকর করতে কোনো বাধা থাকা। যেমন- ওয়াকফকৃত বস্তু কবজ অর্থাৎ ওয়াকিফের দায়িত্ব থেকে বের করে দেয়ার আগেই যদি সে মারা যায় কিংবা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাহলে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ওয়াকফকৃত বস্তুটি ওয়ারিসদের মালিকানায় চলে যাবে, যদি ওয়াকিফ মারা যায় এবং ঋণদানকারী ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে হবে, যদি ওয়াকিফ নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হয়। তবে তারা যদি ওয়াকফ কার্যকর করতে চায়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যথায় ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর এক মতানুসারেও, ওয়াক্ফ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যিম্মায় দেয়া ছাড়া ওয়াক্ফ পরিপূর্ণ হবে না।

অনুরূপভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণের কথা ভুলে গিয়ে তার সম্পদ ওয়াকফ করে এবং তা সে এমন কোনো ব্যক্তির যিম্মায় দান করে, যে ঐ বস্তুটি তার পক্ষ থেকে দেখাশুনা করে। এ অবস্থায় যদি তার ঋণ পরিশোধের অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ঐ ওয়াকফকৃত বস্তু দ্বারা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে। কারণ, ওয়াকফ হলো ঐচ্ছিক দান আর ঋণ পরিশোধ হলো ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, ঐচ্ছিক বিষয়ের ওপর আবশ্যিককে (ওয়াজিব) অগ্রাধিকার দেয়া শরীআতের অন্যতম মূলনীতি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়,

- ওয়াকফ করার পর– ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা অপ্রত্যাশিত দুরাবস্থার কারণে হোক– রুজূ করার প্রসঙ্গটি বিতর্কিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, ওয়াকফ থেকে রুজু করা জায়িয নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে, সাধারণভাবে ওয়াকফ থেকে রুজূ করা বৈধ আর মালিকীগণের মতে শর্তসাপেক্ষে একান্ত প্রয়োজনের সময় রুজূ করা বৈধ।
- মালিকীগণের মতে, মেয়াদী ওয়াক্ফ করা বৈধ। হাম্বলী মাযহাবেও এরূপ একটি মত রয়েছে। ইবনু সুরাইজ আশ শাফেয়ী রহ.ও এ মত পোষণ করেন।
- মালিকীগণের মতে, ওয়াকফ করার পরও বিশেষ কিছু অবস্থায় ওয়াকফ বাতিল হয়ে যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ওয়াক্ফকৃত বস্তু কবজ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাওয়ার আগে কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার আগে ওয়াকিফের মৃত্যুবরণ করা কিংবা নিঃস্ব হয়ে যাওয়া।

আমাদের অভিমত

- এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ওয়াকফ থেকে রুজূ করার কিংবা উপকৃত হবার সুযোগ থাকলে বর্তমান সমাজে ওয়াকফের বহুল বিস্তৃতি ঘটবে এবং তা অধিকতর জনকল্যাণকর।
- এ কারণে উত্থাপিত জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যায় যে, ওয়াক্ফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার শিকার হন, তবে প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়ন করতে পারবে; তবে এর জন্য শর্ত হলো, চুক্তিপত্রে এ মর্মে একটি উপধারা সংযোজন করতে হবে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, ক্যাশ ওয়াকফ হচ্ছে সমাজের বিত্তশালী জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের একটি অংশ থেকে অর্জিত মুনাফা ধর্মীয় ও সামাজিক সেবায় বিনিয়োগের এক মহৎ প্রয়াস। সময়ের প্রেক্ষাপটে স্থাবর সম্পদ ওয়াক্ফ করার পাশাপাশি ক্যাশ ওয়াক্ফ করার বিষয়টিও চালু হয়েছে এবং ক্রমশ এর পরিধি বাড়ছে। আমাদের দেশে এর প্রচার-প্রসার এখনো সীমিত পর্যায়ে রয়েছে, যার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ প্রবন্ধে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধানত দুটি বিষয় খোলাসা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমটি হলো– মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে- এ শর্তে ওয়াক্ফ করা যাবে। এরূপ অবস্থায় ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফকৃত টাকার লভ্যাংশ সম্পূর্ণ অথবা একটি অংশ ভোগ করতে পারবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো– ওয়াক্ফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি কোনো অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজনের খাতিরে ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়ন করতে পারবে। এসব প্রসঙ্গে অধিকতর কল্যাণকর ও সঠিক মতে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনে আরো গবেষণা হতে পারে।

Bibliography

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn Ash'ath Al Sijistānī. 1999. *Sunan Abī Dāwūd*. Al Riyāḍ: Dār Al Salām

Al Anṣārī, Zakariyyā b. Muḥammad. 1422H. *Asnā Al Maṭālib Fi Sharḥ Rawḍ Al Ṭālib*. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah

Al Baihāqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn Ḥasain Ibn 'Alī. 1407H. *Al Sunan Al Kubrā*. Hyderabad: Majlis Dāirah Al Ma'ārif Al Islāmiyyah

Al Buhūtī, Mansūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs. 1996. Sharḥ Muntahā Al Irādāt. Bairūt: 'Ālam Al Kutub

Al Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm. 1407H. *Al Ṣaḥīḥ*. Bairūt: Dār Ibn Kathīr

- 2015. *Al Ṣaḥīḥ.* Al Riyāḍ: Dār Al Ḥadārah

Al Dardīr, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Ḥāmid. 1415H. *Al Sharḥ Al Ṣaghīr 'Alā Aqrab Al Masālik.* Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah.

- ND. *Al Sharḥ Al Kabīr.* Bairūt: Dār Iḥyā Al Kutub Al 'Arabiyyah

Al Fayyūmī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Alī Al Muqrī. ND. *Al Miṣbāḥ Al Munīr.* Bairūt: Al Maktabah Al 'Ilmiyyah

Al Ḥajāwī, Abū Al Najā Sharf Al Dīn Mūsā Al Maqdisī. ND. Al *Iqnā'a Fi Fiqh Al Imām Aḥmad*. Bairūt: Dār Ma'arifah

Al 'Īsā, 'Abd Al 'Azīz Sulaimān Ibn Fahd. 2021. "Al Waṣiyyat bil Waqf: Dirāsah Ta'aṣīliyyah Taṭbīqiyyah" *Majallah Kulliyyah Al Sharī'ah Bi Tafahnā Al Ashrāf, Daqhaliyyah.* 23:2 (151-190) DOI: 10.21608/jfslt.2021.217832

Al Mardāwī, 'Alā Al Dīn Abū Al Ḥasan 'Alī Ibn Sulaimān. 1419H. *Al Inṣāf fī Ma'arifat Al Rājiḥ Min Al Khilāf.* Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al 'Arabī.

- 1432H. Bairūt: Dār 'Aālam Al Kitāb

Al Marghīnānī, Burhān Al Dīn Abū Al Ḥasan 'Alī Ibn Abī Bakr. ND. *Al Hidāyah*. Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al 'Arabī

Al Māwardī, Abū Al Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad. ND. Al Ḥawī Al Kabīr. Bairūt: Dār al Fikr

Al Mushaiqiḥ, Khālid Ibn 'Alī Ibn Muḥammad. 1434H. Al Jāmi'i Li Aḥkām Al Waqf Wa Al Hibah Wa Al Waṣāyā. Qaṭar: Wazārzh Al Awqāf.

Al Mūṣilī, Abū Al Faḍl 'Abd Allah Ibn Maḥmūd Ibn Mawdūd. *Al Ikhtiyār Lita'alīl Mukhtār*. Al Maktabah Al Shāmilah

Al Raṣṣā'a, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Qāsim Al Tilimsānī. 1993. *Sharḥ Ḥdūd Ibn 'Arafah.* Bairūt: Dār Al Gharb Al Islāmī

Al Sadlān, Ṣāliḥ Ibn Ghānim. 1417H. *Aḥkām Al Waqf Wal Waṣiyyah wal Farq Bainahumā*. Al Riyāḍ: Dār Balansiyah.

Al Sarakhsī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl. 1421H. *Al Mabsūṭ*. Bairūt: Dār Al Fikr

Al Ṭarablisī, Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Abī Bakr. 1401H. *Al Is'āf Fī Aḥkām Al Awqāf.* Bairūt: Al Rā'id Al 'Arabī

Bakhaḍir, Muḥammad Sālim 'Abd Allah. 2017. "Tamwīl Waqf Al Nuqūd Lil Mashārī' Mutanāhiyah Al Ṣighar fī Muassasat Al Tamwīl Al Islāmī". Phd Thesis. Jāmi'ah Al 'Ulūm AL Islāmiyyah Al 'Aālamiyyah, 'Ammān.

Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn Ibn 'Umar. 1421H. *Radd Al Muḥtār 'Alā Al Durr Al Mukhtār*. Bairūt: Dār Al Fikr

Ibn Abī Shaibah, 'Abd Alllah Ibn Muḥammad. 2008. *Al Muṣannaf.* Edited by: Abū Muḥammad Usāmah. Al Qāhirah: Al Fārūq Al Ḥadīthah

Ibn Fāris, Abū Al Ḥusain Aḥmad. 1399H. *Mu'jam Maqāyīs Al Lughah.* Bairūt: Dār Al Fikr

Ibn Hubairah, Abū Al Muẓaffar Yaḥyā Ibn Muḥammad Al Shaibānī. 1423H. *Ikhtilāf A'immah Al 'Ulamā*. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah.

Ibn Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukarram Ibn 'Alī Al Afrīqī. ND. *Lisān Al 'Arab*. Bairūt: Dār Al Ṣādir

Ibn Nujaim, Zain Al Dīn 'Umar Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad. 1422H. *Al Nahr Al Fāiq Sharḥ Kanz Al Daqāiq*. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah

Ibn Qudāmah,Abū AL Faraj Shams Al Dīn 'Abd Al Raḥmān b. Muḥammad b. Aḥmad. ND. *Al Sharḥ Al Kabīr*. Bairūt: Dār AL Kitāb Al 'Arabī

- 1405H. *Al Mughnī.* Bairūt: Dār Al Fikr

Ibn Taimiyyah, Taqī Al Dīn Aḥmad Ibn 'Abd Al Ḥalīm Al Ḥarrānī. 1408. *Al Fatawā Al Kubrā*. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah.

- 1425. Majmū'ā Al Fatāwā. Al Riyāḍ: Majma'a Malik Fahad

'Ilīsh, Muḥammad Ibn Aḥmad. 1409. *Manḥ Al Jalīl Sharḥ Mukhtaṣar Al Khalīl*. Bairūt: Dār al Fikr

Mizanur Rahman, Muhammad. 2020. "Jono kollayane Notun Digonto Cash Waqf" *Daily Naya Diganta,* Sep. 16. Accessed on Jul. 14, 2023. www.dailynayadiganta.com/religion/528828/জনকল্যাণে-নতুন-দিগন্ত-ক্যাশ-ওয়াকফ